অধ্যায় ১৩ : কপিরাইট ও আই.পি.আর

বিন্যাসক্রম

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১৩.২ পরিচিতি
১৩.৩ কপিরাইট কী
১৩.৪ কপিরাইটের আয়ত্ত্বাধীন বিষয়সমূহ
১৩.৫ কপিরাইট আইনের মূল কথা
১৩.৬ কপিরাইটের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ
    ১৩.৬.১ কপিরাইটের সুবিধা
    ১৩.৬.২ কপিরাইটের অসুবিধা
১৩.৭ আই.পি.আর-এর সাধারণ পরিচিতি
১৩.৮ আই.পি.আর সম্বন্ধীয় আইন
১৩.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ
১৩.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১৩.১১ অতিরিক্ত পঠন
১৩.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১৩.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- কপিরাইট বিষয়ে জানতে পারবেন।
- কপিরাইটের অধিকার ও আয়ত্তাধীন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কপিরাইট আইন সম্পর্কে পুর্ণাঙ্গ জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারবেন।
- আই.পি.আর আইন বিষয়ে অবগত হবেন।

১৩.২ পরিচিতি

মৌলিক সৃষ্টিকর্মের মালিকানা বা সত্ত্বাধিকারী নিশ্চিত করাই হচ্ছে কপিরাইট। সাহিত্য বা যেকোন লেখা, শিল্পকর্ম, সংগীত, চলচ্চিত্র, স্থাপত্য, আলোকচিত্র, ভাস্কর্য, লেকচার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, নকশা অর্থাৎ যা কিছু মৌলিকভাবে তৈরি করা হবে, সবকিছুই কপিরাইটের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৩.৩ কপিরাইট কী

কপিরাইট বিষয়টি গ্রন্থ মুদ্রণের আইনি পরিসরের মধ্যে পড়ে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তৈরি ব্রিটিশের 'কপি রাইট' আইনের অনুসরণে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার কপি রাইট আইন বলবৎ করেন। বর্তমান ভারতবর্ষে যে 'Indian Copyright Act, 1957' তা ভারতে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রযুক্ত হয়। যদিও ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তার কিছু এমেন্ডমেন্ট হয়। তবে মনে রাখতে হবে কপিরাইট বিষয়টি কেবলমাত্র মুদ্রণের সঙ্গেই জড়িত নয়। এর প্রয়োগক্ষেত্রটি বিস্তৃততর। সেক্ষেত্রে কপিরাইট হল একজন ব্যক্তির নিজস্ব প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত মৌলিক রচনা (সাহিত্যিক, সঙ্গীত, নাটকীয়, শৈল্পিক, বা স্থাপত্যকর্ম হিসেবে) যেকোন রূপে, বাস্তব রূপে, পুনরুৎপাদন, প্রকাশ বা বিক্রি করার একচেটিয়া অধিকার।

১৩.৪ কপিরাইটের আয়ত্ত্বাধীন বিষয়সমূহ

পূর্বেই বলা হয়েছে কপিরাইট এই বিষয়টি কেবলমাত্র মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত নয়। তাই আমাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি এই আইনের বৃহত্তর আয়ত্তাধীন অবস্থিতিকে জানার জন্য উন্মুখ হয়। আর তাই নিম্নে কপিরাইটের আওতায় পড়া বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হল—

- শিল্পগত কাজ—চিত্রকলা, স্কেচ, আলোকচিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকলা, তক্ষণশিল্প, এছাড়াও অন্যবিধ শিল্পকর্ম।
- সংগীতধর্মী কাজ—স্বরলিপি, সংগীত, বাদ্যযন্ত্রে ব্যবহৃত সুর, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে যেকোন বাচিক কলা।
- শব্দগত কাজ— যে কোন রকমের ধ্বনি-কলা বা ধ্বনি শিল্প, সিডি, ক্যাসেট, রেকর্ড, ধ্বনি-শিল্পের ডিজিটাল রেকর্ডিং।
- চলচ্চিত্র জগতের কাজ— চলচ্চিত্র, শর্ট ফিল্ম, ডকুমেন্টারি, টিভি সিরিয়াল, নাটক ও সমধর্মী কলা।
- মুদ্রণ বিভাগের কাজ— বই, প্রবন্ধ, কমিক্স, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, যেকোন সমালোচনামূলক নিবন্ধ, গবেষণা নিবন্ধ, ব্লগের লেখা ইত্যাদি যেকোনো নিজেস্ব লেখা।
- সফটওয়্যার কপিরাইট— বিভিন্ন পোগ্রাম, কভারিং কোড, ও বিভিন্ন ইন্টারফেস।
- সরকারি কাজ— সরকার কত্বাক প্রকাশিত ও মুদ্রিত গ্রন্থ, রিপোর্ট, বিচারের রায়, অডিও ও ভিডিও বার্তা ইত্যাদি

উল্লেখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারা কারা কপিরাইট পাবার অধিকারী, সে সম্পর্কে আইনে যা বলা আছে, তার সার কথা নিচে তুলে ধরা হল-

সৃজনের ক্ষেত্র	কপিরাইট পাওয়ার অধিকারী
Literary or Dramatic Work	author, i.e., the person who creates the work
Musical Work	Composer
Cinematograph Film	Producer
Sound Recording	Producer
Photograph	Photographer
Computer Generated Work	the person who causes the work to be created

১৩.৫ কপিরাইট আইনের মূল কথা

"ইণ্ডিয়ান কপিরাইট অ্যাক্ট ১৯৫৭" মোট ১৫ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর গঠন নিম্নরূপ-

অধ্যায়-১: প্রাথমিক

অধ্যায়-২: কপিরাইট অফিস এবং কপিরাইট বোর্ড

অধ্যায়-৩: কপিরাইট

অধ্যায়-৪: কপিরাইটের মালিকানা এবং মালিকের অধিকার

অধ্যায়-৫: কপিরাইট শর্তাবলী

অধ্যায়-৬: লাইসেন্স

অধ্যায়-৭: কপিরাইট সমিতি

অধ্যায়-৮: সম্প্রচারের অধিকার, সংস্থা এবং পারফর্মার

অধ্যায়-৯: আন্তর্জাতিক কপিরাইট

অধ্যায়-১০: কপিরাইট নিবন্ধন

অধ্যায়-১১: কপিরাইট লঙ্ঘন

অধ্যায়-১২: দেওয়ানি প্রতিকার

অধ্যায়-১৩: অপরাধ

অধ্যায়-১৪: আপিল

অধ্যায়-১৫: বিবিধ

কপিরাইট আইনের মূল কথা হল

১. কপিরাইট বা গ্রন্থসত্ত্ব লেখকের আইনি অধিকারের মধ্যে পড়ে।

২. লেখকের মৃত্যুর ষাট বছর (৬০ বছর) পর পর্যন্ত কপিরাইট বলবৎ থাকে।

৩. বিদ্যায়তনিক কাজে, লেখকের উপযুক্ত স্বীকৃতি সাপেক্ষে এবং/অথবা লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের বইয়ের উপাদান ব্যবহার করা যায়।

৪. অন্যের লেখা নিজের নামে চালানো আইনত অপরাধ। কপিরাইট আইনের উল্লঙ্ঘন হলে ৬ মাস থেকে ৩ বছরের কারাদণ্ড এবং/অথবা ৫০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে।

৫. সম্পাদিত গ্রন্থে কারো লেখা পুনর্মুদ্রণ করতে হলে লেখকের অথবা তাঁর অবর্তমানে তাঁর বৈধ উত্তরসূরীর অনুমতি নিতে হয়। এক্ষেত্রে মৌখিক অনুমতিতেই আমরা কাজ করি বটে কিন্তু লিখিত অনুমতিই আইনের চোখে গ্রাহ্য হয়।

৬. লেখকের মৃত্যুর ৬০ বছর পরে হলে, তাঁর লেখা কপিরাইট মুক্ত রচনা হিসেবে গণ্য হয়।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, "আইন"-এর অর্থ এক এক জনের কাছে এক এক রকম হতে পারে। কিন্তু লেখার গুণমান, ঔৎকর্ষ, লেখার আইনি স্বচ্ছতা, লেখকের উপস্থাপনার মৌলিকতা সর্বদাই আইনকে ছাড়িয়ে যায়। এটা ভিসনের প্রশ্ন। আইন বাঁচিয়ে বেআইনি করাকেই কেউ কেউ বৈধ বলে মনে করতে পারে। এটা কাম্য নয়।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। কপিরাইট আইন কী আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১৩.৬ কপিরাইট আইনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

১৩.৬.১ কপিরাইট আইনের সুবিধাসমূহ

কপিরাইট স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা

কপিরাইট আইনের একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল যে এটি কোনও ব্যক্তি বা কোম্পানির সমস্ত উদ্ভাবনী পণ্য প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার সুরক্ষা প্রদান করবে।

▯ দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

এই আইনের আরেকটি সুবিধা হল, কপিরাইট নিবন্ধন ভারতীয় কপিরাইট অফিসে রেকর্ড করা হয়। ফলে, অন্য কেউ মূল কাজের অননুমোদিত ব্যবহার করতে পারবে না। তাই, যদি কপিরাইট মালিক জানতে পারেন যে কেউ তাদের কাজ অনুলিপি করছে, তাহলে তারা অবিলম্বে একটি 'বন্ধ' নোটিশ পাঠাতে পারেন, এবং বিষয়টি আইন দ্বারা সমাধান করা হবে।

▯ উদ্ভাবনের সংরক্ষণ

এটি কপিরাইট আইনের সবচেয়ে লাভজনক সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হতে পারে। এটি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করে। যদি একটি ছোট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি নতুন সফটওয়্যারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, তাহলে তারা ভবিষ্যতে তাদের সফটওয়্যারকে লঙ্ঘন থেকে রক্ষা করতে চায়। কপিরাইট আইনের মাধ্যমে, তারা নিশ্চিত হতে পারে যে তাদের পণ্য নিরাপদ, এবং এইভাবে, তারা অন্যান্য সৃজনশীল প্রযোজনার উপর মনোযোগ দিতে সক্ষম হবে।

▯ উদ্ভাবনের উৎসাহ

কপিরাইট আইনের মূলে রয়েছে উদ্ভাবনের জন্য এক গভীর উৎসাহ। স্রষ্টাদের তাদের মূল ধারণাগুলি সুরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে, এই আইনটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে সীমানা অতিক্রম করা এবং নতুন ধারণাগুলি অন্বেষণ করা কেবল উৎসাহিতই নয় বরং পুরস্কৃতও করা হয়। তা যুগান্তকারী প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, মনোমুগ্ধকর বিনোদন, অথবা বিজ্ঞান ও সাহিত্যে অগ্রণী অবদান যাই হোক না কেন, কপিরাইট সুরক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির পিছনে একটি চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে।

▯ লাইসেন্সিং এবং বিতরণের সুবিধা প্রদান

কপিরাইট আইন সৃজনশীল কাজের নিরবচ্ছিন্ন লাইসেন্সিং এবং বিতরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আইনি কাঠামো স্রষ্টা এবং পরিবেশক, প্রকাশক বা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আলোচনাকে সহজ করে তোলে, যাতে স্রষ্টারা তাদের কাজের ব্যবহারের জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পান। এর ফলে একটি সুগম প্রক্রিয়া তৈরি হয় যা সামগ্রীর প্রচলন বৃদ্ধি করে, জনসাধারণের কাছে সৃজনশীল কাজের বিস্তৃত প্রাপ্যতা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতায় অবদান রাখে। এটি কেবল স্রষ্টাদেরই উপকার করে না বরং বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য সাংস্কৃতিক ট্যাপেস্ট্রিকেও সমৃদ্ধ করে।

▯ সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ

ব্যক্তিগত সৃষ্টির বাইরেও, কপিরাইট আইন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত, লোককাহিনি, সাহিত্য এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি রক্ষা করে, কপিরাইট নিশ্চিত করে যে সমাজের এই অমূল্য উপাদানগুলি যথাযথ স্বীকৃতি ছাড়া হারিয়ে না যায় বা শোষিত না হয়। এই আইনি সুরক্ষা একটি অভিভাবক হিসেবে কাজ করে, সাংস্কৃতিক সম্পদের

ডকুমেন্টেশন এবং সংরক্ষণকে উৎসাহিত করে, ভবিষ্যতের প্রজন্মের কাছে তাদের অব্যাহত প্রশংসা এবং প্রেরণ নিশ্চিত করে।

- **শেখা এবং শিক্ষার উৎসাহ**

শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চাহিদার সাথে স্রষ্টাদের অধিকারের ভারসাম্য বজায় রেখে, কপিরাইট আইন একটি সুরেলা সহাবস্থানকে সহজতর করে। ন্যায্য ব্যবহার বা ন্যায্য লেনদেনের বিধানের মাধ্যমে, এই আইন শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে কপিরাইটযুক্ত উপকরণের ব্যবহার সক্ষম করে। এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য নিশ্চিত করে যে স্রষ্টাদের অধিকারকে সম্মান করা হয় এবং একই সাথে শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রগুলিকে শেখা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

১৩.৬.২ কপিরাইট আইনের অসুবিধা

তাহলে, এখন যেহেতু আপনি কপিরাইট দাবির সুবিধাগুলি জানেন, আসুন সরাসরি এর অসুবিধাগুলি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

- **ফি এবং নিবন্ধন**

কোনও লঙ্ঘনের কারণে শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ দাবি করতে বা লঙ্ঘন প্রক্রিয়া বন্ধ করার আদেশ পেতে কোম্পানিগুলিকে ভারতীয় কপিরাইট অফিসে তাদের কাজ এবং পণ্য নিবন্ধন করতে হবে। ভারতীয় কপিরাইট অফিসে নিবন্ধন করতে, কোম্পানি বা ব্যক্তিদের ₹500 – ₹5000 পর্যন্ত ফি দিতে হবে। এছাড়াও, একাধিক কাজের জন্য নিবন্ধন করা ছোট ব্যবসার জন্য ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ হতে পারে।

- **ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয়বহুল**

ছোট কোম্পানি এবং ব্যক্তিরা যারা কপিরাইট নিবন্ধনের সময় বেশি অর্থ প্রদান করতে পারে না তাদের কপিরাইট আইন ব্যয়বহুল হতে পারে। কোম্পানিগুলিকে কপিরাইট নিয়ম প্রয়োগের জন্য কাউকে নিযুক্ত করতে হয় এবং বেশিরভাগ বিষয়ই দেওয়ানি ভিত্তিতে সমাধান করা হয়। এবং এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলিতে আইনি প্রতিনিধিত্বেরও প্রয়োজন হতে পারে।

আপিলের সময়, এই ধরনের কপিরাইট মালিকদের দীর্ঘস্থায়ী উপস্থাপনা বহন করতে অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও, একটি ছোট কোম্পানি বা বিবাদীর কাছে কপিরাইট লঙ্ঘনের কারণে সৃষ্ট আইনি লড়াইয়ের উপযুক্ত উপায় নাও থাকতে পারে।

- **অস্পষ্ট প্রকৃতি**

যদিও ভারতের কপিরাইট সুরক্ষা আইন বেশ সহজবোধ্য, তবুও কিছু অস্পষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে। তাই, বিভিন্ন আইন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা সহজ করার জন্য সেগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। কিছু ধারণা রয়েছে, যেমন মতবাদের ন্যায্য ব্যবহার এমন একটি বিষয় যা মূল স্রষ্টাদের রচনায় স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।

এবং এই ধরনের মামলা বিচারক কর্তৃক কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। অতএব, এমন সময় আসে যখন কোনও কোম্পানি মামলার তদন্তে প্রচুর সময় এবং অর্থ ব্যয় করে কেবল এটি খুঁজে বের করতে পারে যে আদালতের শ্রেণিবিভাগ অনুসারে তাদের কাজ আসলে লঙ্ঘিত হয়নি।

- **সৃজনশীলতার সীমাবদ্ধতা**

বৌদ্ধিক সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টায়, কপিরাইট আইন অসাবধানতাবশত সৃজনশীলতার অব্যবহৃত সম্ভাবনার উপর একটি বাধা সৃষ্টি করে। কপিরাইট আইনের কঠোর প্রয়োগ স্রষ্টাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিবেশ তৈরি করে, যারা কাজের উপর আঙুল তুলে ভয় পান। অন্যদের দ্বারা স্থাপিত ভিত্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলার এই অনীহা সৃজনশীল বাধা হিসেবে কাজ করতে পারে, যা শিল্প ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিবর্তনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। লঙ্ঘনের ভয় উদ্ভাবনকে চালিত করে এমন সাহসী চেতনাকে দমন করতে পারে, শৈল্পিক প্রকাশের মূল সারাংশকে সংকুচিত করতে পারে।

- **একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ**

কপিরাইট আইনের একটি বিতর্কিত দিক হল এটি কপিরাইট ধারকদের অস্থায়ী একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে। সৃজনশীল শ্রমের ফল রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হলেও, এই বিধানটি অসাবধানতাবশত একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের বীজ বপন করতে পারে। কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে, এটি সৃজনশীল বিষয়বস্তুর অ্যাক্সেস এবং বিতরণকে সীমিত করে। এই ধারণার গণতান্ত্রিক প্রচারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, যা একটি সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যালঘুর পক্ষে বিভিন্ন কণ্ঠস্বরকে সম্ভবত পাশে সরিয়ে দেয়। সুরক্ষা এবং একচেটিয়াকরণের মধ্যে সূক্ষ্ম রেখা মানব সৃজনশীলতার সমৃদ্ধ ন্যায়সঙ্গত অ্যাক্সেস সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে।

- **ডিজিটাল চ্যালেঞ্জ**

ডিজিটাল যুগ কপিরাইট প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের সূচনা করছে। অনলাইনে কন্টেন্ট কপি এবং বিতরণের সহজলভ্যতা দ্বি-ধারী তরবারিতে পরিণত হয়েছে। এটি ব্যাপকভাবে অ্যাক্সেস সহজতর করার পাশাপাশি, এটি পাইরেসি, অননুমোদিত শেয়ারিং এবং একটি ডিজিটাল গোলকধাঁধার দ্বারও খুলে দেয় যেখানে ট্র্যাকিং এবং প্রয়োগ করা কঠিন কাজ হয়ে ওঠে। কপিরাইট আইন ভার্চুয়াল জগতের জটিলতার সাথে লড়াই করে, যেখানে সীমানা ঝাপসা হয়ে যায় এবং ডিজিটাল কন্টেন্টের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি সুরক্ষার ঐতিহ্যবাহী কাঠামো পরীক্ষা করে।

১৩.৭ আই.পি.আর-এর সাধারণ পরিচিতি

বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার (IPR) হল ধারণা, উদ্ভাবন এবং সৃজনশীল অভিব্যক্তি যা সম্পত্তির মর্যাদা প্রদানের জন্য জনসাধারণের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। IPR সেই সম্পত্তির উদ্ভাবক বা স্রষ্টাদের কিছু একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে, যাতে তারা তাদের সৃজনশীল প্রচেষ্টা বা খ্যাতি থেকে

বাণিজ্যিক সুবিধা পেতে সক্ষম হয়। পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরণের বৌদ্ধিক সম্পত্তি সুরক্ষা রয়েছে। পেটেন্ট হল একটি আবিষ্কারের স্বীকৃতি, যা বিশ্বব্যাপী অভিনবত্ব এবং শিল্প প্রয়োগের মানদণ্ড পূরণ করে। উন্নত অবিষ্কার, পরিকল্পনা, বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে উদ্ভাবন বা সৃজনশীলতার সুরক্ষার জন্য IPR পূর্বশর্ত। প্রতিটি শিল্পের নিজস্ব IPR নীতি, ব্যবস্থাপনা শৈলী, কৌশল ইত্যাদি বিকশিত করা উচিত তার বিশেষত্বের ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে লেখনী শিল্পের একটি ক্রমবর্ধমান IPR কৌশল রয়েছে যার জন্য আসন্ন যুগে আরও ভাল ফোকাস এবং পদ্ধতির প্রয়োজন। বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকারের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে:

পেটেন্ট

ডোমেনের নাম

শিল্প নকশা

গোপনীয় তথ্য

উদ্ভাবন

নৈতিক অধিকার

ডাটাবেস অধিকার

লেখকের কাজ

পরিষেবা চিহ্ন

লোগো

ট্রেডমার্ক

নকশা অধিকার

ব্যবসা বা ট্রেড নাম

বাণিজ্যিক গোপনীয়তা

কম্পিউটার সফ্টওয়্যার

পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট এবং ট্রেড সিক্রেট সহ চারটি প্রধান ধরনের বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার রয়েছে। বৌদ্ধিক সম্পত্তির মালিকরা প্রায়শই একই অস্পষ্ট সম্পদ রক্ষা করার জন্য এই ধরণের একাধিক বৌদ্ধিক সম্পত্তি আইন ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেডমার্ক আইন একটি পণ্যের নাম রক্ষা করে, যেখানে কপিরাইট আইন তার ট্যাগলাইনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

১. পেটেন্ট : মার্কিন পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক অফিস প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে মেশিন পর্যন্ত মূল আবিষ্কারের সম্পত্তির অধিকার প্রদান করে। পেটেন্ট আইন অন্যদের ব্যবহার থেকে উদ্ভাবনকে রক্ষা করে এবং এক বা একাধিক উদ্ভাবককে একচেটিয়া অধিকার দেয়। প্রযুক্তি সংস্থাগুলি সাধারণত পেটেন্ট ব্যবহার করে, যেমনটি প্রথম কম্পিউটারের পেটেন্টে নতুন এবং উদ্ভাবনী পণ্য তৈরিতে তাদের বিনিয়োগ রক্ষা করার জন্য দেখা যায়। তিন ধরনের পেটেন্টের মধ্যে রয়েছে:

ডিজাইন পেটেন্ট: একটি ডিভাইস বা আবিষ্কারের নান্দনিকতার জন্য সুরক্ষা। অলংকরণীয় নকশা পেটেন্টের মধ্যে রয়েছে একটি পণ্যের আকৃতি (কোকা-কোলার বোতল), ইমোজি, ফন্ট বা অন্য কোনও স্বতন্ত্র দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য।

উদ্ভিদ পেটেন্ট: নতুন জাতের উদ্ভিদের জন্য সুরক্ষা। উদ্ভিদ পেটেন্টের একটি উদাহরণ হল ফলের গাছের কীটপতঙ্গমুক্ত সংস্করণ। কিন্তু উদ্ভাবকরা হয়ত ডিজাইনের রোগীও চাইতে পারেন যদি গাছের অনন্য দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য থাকে।

ইউটিলিটি পেটেন্ট: এমন একটি পণ্যের সুরক্ষা যা ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে কাজ করে এবং কার্যকর। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে যানবাহন সুরক্ষা ব্যবস্থা, সফ্টওয়্যার এবং ফার্মাসিউটিক্যালস। এটি ছিল পেটেন্ট আইনের প্রথম এবং এখনও বৃহত্তম ক্ষেত্র।

২. ট্রেডমার্কঃ

ট্রেডমার্ক লোগো, শব্দ, রঙ বা প্রতীকগুলিকে সুরক্ষিত করে যা কোনও কোম্পানি তার পরিষেবা বা পণ্যকে আলাদা করতে ব্যবহার করে। ট্রেডমার্কের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে টুইটার লোগো, ম্যাকডোনাল্ডের সোনালী খিলান এবং ডানকিনের ব্যবহৃত ফন্ট।

যদিও পেটেন্ট একটি পণ্যকে সুরক্ষিত করে, ট্রেডমার্কগুলি পণ্যের একটি গ্রুপকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। ল্যানহ্যাম আইন, যা ১৯৪৬ সালের ট্রেডমার্ক আইন নামেও পরিচিত, ট্রেডমার্ক, লঞ্জন এবং পরিষেবা চিহ্নগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. কপিরাইটঃ

কপিরাইট আইন বৌদ্ধিক সম্পত্তির মূল কাজের মূল স্রষ্টার অধিকার রক্ষা করে। পেটেন্টের বিপরীতে, কপিরাইটগুলি অবশ্যই বাস্তব হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কোনও ধারণা কপিরাইট করতে পারবেন না। তবে আপনি একটি মূল বক্তৃতা, কবিতা বা গান লিখে কপিরাইট পেতে পারেন।

যখন কেউ লেখকের একটি মূল কাজ (OWA) তৈরি করে, লেখক স্বয়ংক্রিয়ভাবে কপিরাইটটির মালিক হন। তবে, ভারতীয় কপিরাইট অফিসে নিবন্ধন করলে মালিকরা আইনি ব্যবস্থায় একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

৪. ট্রেড সিক্রেটস

ট্রেড সিক্রেটস হল একটি কোম্পানির বৌদ্ধিক সম্পত্তি যা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয় না, এর অর্থনৈতিক মূল্য থাকে এবং তথ্য বহন করে। এগুলি একটি সূত্র, রেসিপি বা প্রক্রিয়া হতে পারে যা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ট্রেড সিক্রেট হিসেবে যোগ্যতা অর্জনের জন্য, কোম্পানিগুলিকে অবশ্যই মালিকানাধীন তথ্য সক্রিয়ভাবে রক্ষা করার জন্য কাজ করতে হবে। তথ্য একবার জনসাধারণের কাছে পৌঁছে গেলে, এটি আর ট্রেড সিক্রেটস আইনের অধীনে সুরক্ষিত থাকে না। ১৮ ইউএসসি ১৮৩৯(৩) অনুসারে, সম্পদ বাস্তব বা অস্পষ্ট হতে পারে এবং একটি ট্রেড সিক্রেটের মধ্যে এমন তথ্য থাকতে পারে যা:

ব্যবসায়িক

আর্থিক

প্রযুক্তিগত

অর্থনৈতিক

বৈজ্ঞানিক

প্রকৌশল

দু'টি সুপরিচিত উদাহরণের মধ্যে রয়েছে কোকা-কোলার রেসিপি এবং গুগলের অনুসন্ধান অ্যালগরিদম। যদিও পেটেন্ট জনসাধারণের কাছে থাকে, ট্রেড সিক্রেটস মালিক ছাড়া অন্য কারও কাছে অনুপলব্ধ থাকে।

গ্রন্থ বিভাগ এবং গবেষণা প্রবন্ধে বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার) 'IPR লেখক বা স্রষ্টার অধিকার লেখককে তাদের কাজ কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং এর জন্য IPR রক্ষা করে। অর্থ গ্রহণ করতে দেয়।

বই এবং প্রবন্ধে কীভাবে প্রযোজ্য IPR

১. মালিকানা— লেখক তাদের কাজের বৌদ্ধিক সম্পত্তির মালিক।

২. সুরক্ষা— চিত্র বা চিত্রগুলিকে সুরক্ষিত করে। ,যেমন পাঠ্য ,কাজের প্রকাশ IPR

৩. অধিকার— অনেক গাযোগ এবং আরওযো ,বিতরণ ,লেখককে তাদের কাজের পুনরুৎপাদন IPR কিছু অনুমোদন বা প্রতিরোধ করার অনুমতি দেয়।

৪. নৈতিক অধিকার- কপিরাইট আইন লেখকদের নৈতিক অধিকার দেয়, যেমন লেখকত্ব দাবি করার অধিকার এবং তাদের কাজের যেকোন বিকৃতির বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর অধিকার।

প্রকাশকরা কীভাবে পরিচালনা করেন IPR

প্রকাশকরা কাজের অধিকারগুলি সনাক্ত করেন এবং লেখক বা কপিরাইট মালিকের সাথে চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন। চুক্তিগুলি প্রকাশককে কাজ প্রকাশ এবং পুনরুৎপাদনের অধিকার অর্জন করতে দেয়।

বৌদ্ধিক সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে লঙ্ঘন, জালকরণ এবং বাণিজ্য গোপনীয়তার অপব্যবহার। বৌদ্ধিক সম্পত্তি লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে:

- ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করার জন্য একটি লোগো বা নাম তৈরি করা যাতে তারা মনে করে যে তারা আসল ব্র্যান্ডটি কিনছেন।
- অনুমোদন ছাড়া ভিডিও বা সঙ্গীত রেকর্ড করা বা কপিরাইটযুক্ত উপকরণ অনুলিপি করা এমনকি ফটোকপি মেশিনেও, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য।
- অন্য ব্যক্তির পেটেন্ট অনুলিপি করা এবং এটি একটি নতুন পেটেন্ট হিসাবে বাজারজাত করা এটি করার লাইসেন্স ছাড়াই পেটেন্ট করা পণ্য তৈরি করা।

যেহেতু বৌদ্ধিক সম্পত্তি কেনা, বিক্রি করা বা লিজ দেওয়া যেতে পারে, তাই এটি স্থাবর সম্পত্তির মালিকানার সমান অনেক সুরক্ষা প্রদান করে। একইভাবে, অনুরূপ প্রতিকার বিদ্যমান। সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, আর্থিক ক্ষতিপূরণের আদেশ, অথবা বন্ধ করার আদেশের মাধ্যমে একটি বিরোধ শেষ হতে পারে।

১৩.৮ ভারতে আইপিআর আইন

পেটেন্ট: পেটেন্ট আইন, ১৯৭০ ১৯৯৯, ২০০২ এবং ২০০৫ সালে সংশোধিত হয়েছিল।

নকশা: নকশা আইন, ২০০০ শিল্প নকশা রক্ষা করে।

ট্রেডমার্ক: ট্রেড মার্ক আইন, ১৯৯৯ ট্রেডমার্ক রক্ষা করে।

কপিরাইট: কপিরাইট আইন, ১৯৫৭ ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৯২, ১৯৯৪ এবং ১৯৯৯ সালে সংশোধিত হয়েছিল।

ভৌগোলিক নির্দেশক: পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক (নিবন্ধন এবং সুরক্ষা) আইন, ১৯৯৯ ভৌগোলিক নির্দেশক রক্ষা করে।

উদ্ভিদের জাত: উদ্ভিদের জাত রক্ষা এবং কৃষকের অধিকার আইন, ২০০১ উদ্ভিদের জাত রক্ষা করে।

১৩.৯ অধ্যায় সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে কপিরাইটের বিষয়, অধিকার, আইন এবং আই.পি.আর আইন বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- কপিরাইট বিষয়ে জানতে পারলেন।
- কপিরাইটের অধিকার ও আয়ত্তাধীন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারলেন।
- কপিরাইট আইন সম্পর্কে পুর্ণাঙ্গ জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারলেন।
- আই.পি.আর আইন বিষয়ে অবগত হলেন।

১৩.১১ অতিরিক্ত পঠন

- ইসলাম, শেখ মকবুল (২০১২); গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ইসলাম ফখরুল, রাসুল মোহাম্মদ ইপ্তেখার সুলতানা নাসরিন এবং দাস সম্পা(২০১৭); থিসিস গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা
- চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস(২০০৫); সামাজিক গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া; কলকাতা: আরামবাগ বুক হাউস
- পাল, দেবাশিস (২০১৯); গবেষণা পদ্ধতি ও রাশিবিজ্ঞানের কৌশল; কলকাতা: রীতি বুক এজেন্সী
- পাল শ্রাবণী ও দাস বেলা (সম্পা) (২০১১) গবেষণা তত্ত্বতালাশ; কলকাতা: পারুল প্রকাশনী
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি (২০২০); গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
- মুখোপাধ্যায়, জগমোহন (২০২০); গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স

- সাইফুদ্দীন, কাজী (২০২১); গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : আবীর পাবলিকেশন্স
- সেন, দীপক (২০২২); সাহিত্য-গবেষণা; গুয়াহাটি : বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ

✓ ১৩.১২ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। কপিরাইট বা গ্রন্থসত্ব লেখকের আইনি অধিকারের মধ্যে পড়ে। লেখকের মৃত্যুর ষাট বছর (৬০ বছর) পর পর্যন্ত কপিরাইট বলবৎ থাকে (দ্র: টীকা-১, পৃ: ১০০)। বিদ্যায়তনিক কাজে, লেখকের উপযুক্ত স্বীকৃতি সাপেক্ষে অথবা লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের বইয়ের উপাদান ব্যবহার করা যায়। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ১৩.৫ অংশ)

? ১৩.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। সাহিত্য গবেষণায় কপিরাইট সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রস্তুত করুন।

২। কপিরাইট আইন কী আলোচনা করুন।

৩। আই.পি.আর বলতে কী বোঝায় একটু বুঝিয়ে বলুন।

*** *** ***